বাংলাদেশের

সংবিধান

(প্রস্তাবনা ও বৈশিষ্ট্য, মৌলিক অধিকারসহ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ, সংবিধানের সংশোধনীসমূহ)

সংবিধান :

সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক আইন; সংবিধান সাধারণত চার প্রকার- লিখিত, অলিখিত, সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয়।

বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়; সংবিধান সংশোধন হয়। মোট সংসদ সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে; সংবিধান সংশোধন বিধান লিপিবদ্ধ হয়েছে- সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদ ও ৭খ অনুচ্ছেদে।

সংবিধান :

বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি। এই আইন বলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। এর আলোকে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেন- ১২ জানুয়ারি, ১৯৭২। অর্থাৎ এর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় পরিবর্তন করা হয়।

সংবিধান :

বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ জারি করেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী- ২৩ মার্চ, ১৯৭২।

সংবিধান :

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে- পঞ্চম তফসিলে; বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতা ঘোষণা ষষ্ঠ তফসিলে; মুজিবনগর সরকার জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র; সপ্তম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলো যোগ করা হয়েছে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে।

সংবিধান :

বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স ২৫ বছর; ভোটার হওয়ার যোগ্যতা--১৮ বছর; রাষ্ট্রপতি হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স ৩৫; প্রধানমন্ত্রী-২৫ বছর; মন্ত্রী-২৫ বছর। সংবিধান রচনার কমিটির একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য ছিলেন সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত। তিনি হস্তলিখিত মূল সংবিধানে স্বাক্ষর করেননি।

সংবিধান :

সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য ছিলেন ৩৪ জন। প্রধান ড. কামাল হোসেন। একমাত্র মহিলা সদস্য বেগম রাজিয়া বানু। কমিটি গঠন- ১১ এপ্রিল, ১৯৭২, কমিটির প্রথম বৈঠক ১৭ এপ্রিল, ১৯৭২।

সংবিধান :

‘খসড়া সংবিধান’ গণপরিষদে উত্থাপিত হয়- ১২ অক্টোবর, ১৯৭২ (দ্বিতীয় অধিবেশনে), উত্থাপন করেন-- ড. কামাল হোসেন, গৃহীত হয়— ৪ নভেম্বর, ১৯৭২; কার্যকর- ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্ট, এর দুটি বিভাগ- ১. আপিল বিভাগ ও ২. হাইকোর্ট বিভাগ।

সংবিধান :

দেশের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ আইন বিভাগ।

গণপরিষদের সদস্য ছিল~~ ৪০৩ জন।

রাষ্ট্রপতি গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করেন~~১০ এপ্রিল, ১৯৭২।

সংবিধান :

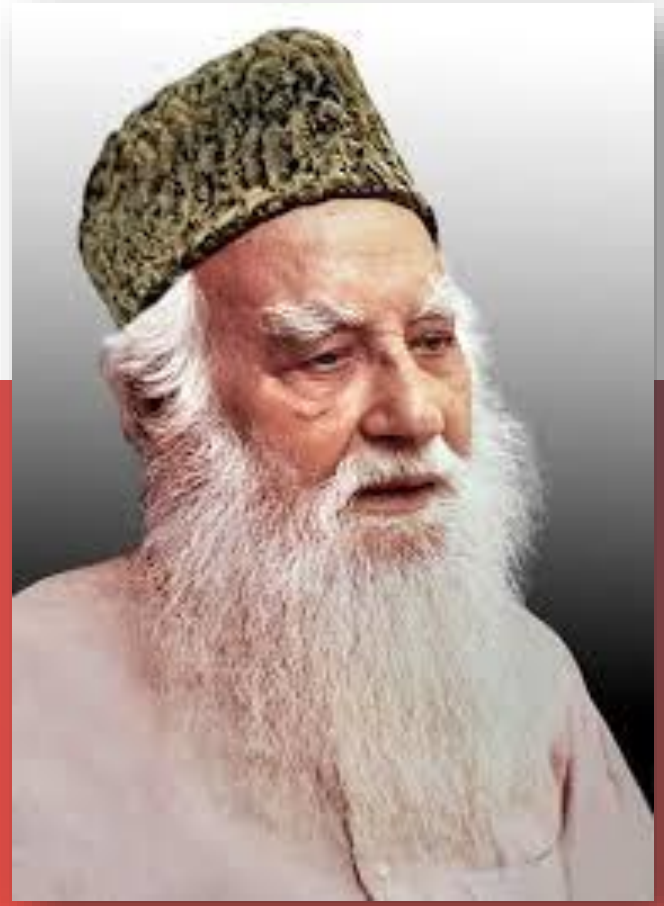

গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি-~~
মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ।
গণপরিষদের স্পিকার- শাহ্ আব্দুল হামিদ।
গণপরিষদের ডেপুটি স্পিকার মোহাম্মদ উল্লাহ।
‘সংবিধান দিবস পালিত হয়— ৪ নভেম্বর।

সংবিধান :

হস্তলিখিত সংবিধানের মূল লেখক ছিলেন শিল্পী আব্দুর রউফ। হস্তলিখিত সংবিধানে কারুকাজ করেন--শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন; বাংলাদেশের হস্তলিখিত সংবিধান ছিল~~ ৯৩ পাতার।

হস্তলিখিত সংবিধানে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বাদে গণপরিষদের কতজন সদস্য স্বাক্ষর করে-৩৯৯ জন।

সংবিধান গৃহীত হওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

সংবিধান :

লিখিত সংবিধান নেই-~বৃটেন, স্পেন, সৌদি আরব ও নিউজিল্যান্ড।

সবচেয়ে বড় সংবিধান-~~ ভারতের;

ঘোট সংবিধান-~~- যুক্তরাষ্ট্রের।

বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়— যুক্তরাজ্য ও ভারতের সংবিধানের আলোকে।

প্রস্তাবনা ও বৈশিষ্ট্য :

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনার উপর লেখা আছে—বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ (People's Republic of Bangladesh).

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধান।

প্রস্তাবনা ও বৈশিষ্ট্য :

বাংলাদেশের সংবিধানের ভাগ-১১টি, অনুচ্ছেদ-১৫৩টি, মূলনীতি-৪টি, তফসিল-- ৭টি।

বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনার মূল বিষয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ।

বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনীর জন্য কত শতাংশ ভোটের প্রয়োজন সংসদের দুই তৃতীয়াংশ।

মূলনীতিসমূহ- জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

প্রস্তাবনা ও বৈশিষ্ট্য :

সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ হয়েছে ২৬-৪৭ নং অনুচ্ছেদে (৩য় ভাগে)।

বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি সংসদীয় ও এককেন্দ্রীক।

সংবিধানে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়।

প্রস্তাবনা ও বৈশিষ্ট্য :

বাংলাদেশ সংবিধানে তিন ধরনের মালিকানার কথা উল্লেখ আছে- রাষ্ট্রীয়, সমবায় ও ব্যক্তিগত।

বাংলাদেশের আইনসভা এক কক্ষ বিশিষ্ট।

জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা~~~৩৫০ (সংরক্ষিত ৫০)।

সংবিধান অনুসারে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম (অনুচ্ছেদ- ২ক) এবং রাষ্ট্র ভাষা- বাংলা (অনুচ্ছেদ-৩)।

বাংলাদেশ সংবিধানে স্বাধীন বিচার বিভাগের পাশাপাশি উল্লেখ আছে-~~ প্রশাসনিক ট্রাইবুনালের।

জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করার বিধান-৪ক অনুচ্ছেদে।

মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন হলে মামলা করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে-~-১০২(২) অনুচ্ছেদে।

মৌলিক অধিকারসহ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ

অনুচ্ছেদ ৮ অনুযায়ী- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাসহ এই সকল মূলনীতি হতে উদ্ভূত সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গণ্য।

অনুচ্ছেদ-৯ জাতীয়তাবাদ।

অনুচ্ছেদ-১০ সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি।

অনুচ্ছেদ-১১ গণতন্ত্র ও মানবাধিকার।

মৌলিক অধিকারসহ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ

অনুচ্ছেদ-১২ ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা।

অনুচ্ছেদ-১৩ মালিকানা নীতি।

অনুচ্ছেদ-১৪ কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি।

অনুচ্ছেদ-১৫ মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা।

মৌলিক অধিকারসহ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ

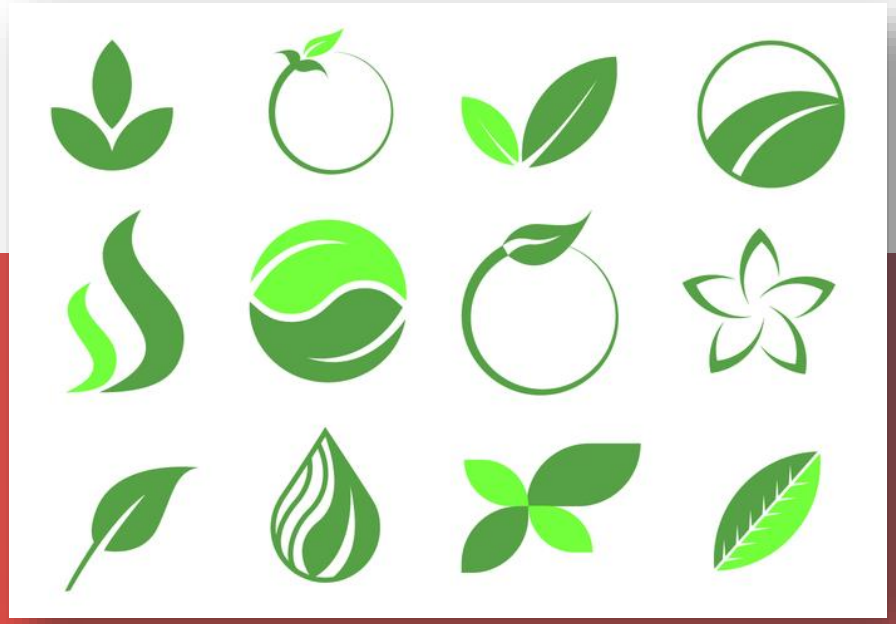

অনুচ্ছেদ-১৬ : গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব।

অনুচ্ছেদ-১৭ অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা।

অনুচ্ছেদ-১৮ : জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা।

অনুচ্ছেদ-১৮ক : পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

অনুচ্ছেদ-১৯ সুযোগের সমতা।

মৌলিক অধিকারসহ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ

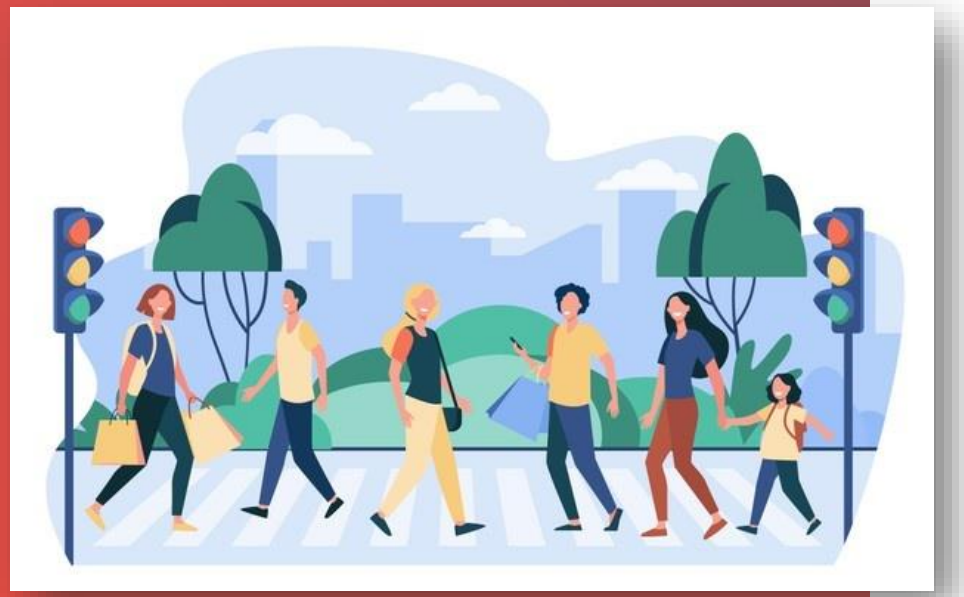

অনুচ্ছেদ-২০ অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম।

অনুচ্ছেদ-২১ : নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য।

অনুচ্ছেদ-২২ নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ।

মৌলিক অধিকারসহ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ

অনুচ্ছেদ-২৩ জাতীয় সংস্কৃতি।

অনুচ্ছেদ-২৩ক উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি।

অনুচ্ছেদ-২৪ জাতীয় স্মৃতি দর্শন প্রভৃতি।

অনুচ্ছেদ-২৫ আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন।

মৌলিক অধিকার :

সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারে উল্লেখ আছে।

অনুচ্ছেদ-২৬ : মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ আইন বাতিল।

অনুচ্ছেদ-২৭ আইনের দৃষ্টিতে সমতা।

অনুচ্ছেদ-২৮ ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য রোধ ।

মৌলিক অধিকার :

অনুচেছদ-২৯ সরকারি নিয়োগ লাভের সুযোগের সমতা।

অনুচ্ছেদ-৩০ বিদেশী খেতাব প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ।

অনুচ্ছেদ-৩১ আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার ।

অনুচ্ছেদ-৩২ জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার ও সংরক্ষণ।

মৌলিক অধিকার :

অনুচ্ছেদ-৩৩: গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ।

অনুচ্ছেদ-৩৪ জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ।

অনুচ্ছেদ-৩৫ : বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ।

অনুচ্ছেদ-৩৬ : চলাফেরার স্বাধীনতা।

অনুচ্ছেদ-৩৭: সমাবেশের স্বাধীনতা।

মৌলিক অধিকার :

অনুচ্ছেদ-৩৮ সংগঠনের স্বাধীনতা।

অনুচ্ছেদ-৩৯ : চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতা।

অনুচ্ছেদ-৪০ পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতা।

অনুচ্ছেদ-৪১ ধর্মীয় স্বাধীনতা।

অনুচ্ছেদ-৪২ সম্পত্তির অধিকার।

মৌলিক অধিকার :

অনুচ্ছেদ-৪৩ : গৃহ ও যাোগাযাোগের রক্ষণ ।

অনুচ্ছেদ-৪৪ মৌলিক অধিকার বলবকরণ।

অনুচ্ছেদ-৪৫ শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন।

অনুচ্ছেদ-৪৬ দায়মুক্তি বিধানের ক্ষমতা।

অনুচ্ছেদ-৪৭ কতিপয় আইনের হেফাজত।

বাংলাদেশ সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ

বাংলাদেশ সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ

অনুচ্ছেদ নং	বিষয়বস্তু
১	বাংলাদেশের নাম।
২	বাংলাদেশের সীমানা।
২ক	রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম।
৩	রাষ্ট্রভাষা বাংলা।
৪	জাতী সঙ্গীত, পতাকা, প্রতীক।
৪ক	বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি।
৫	রাজধানী ঢাকা।

বাংলাদেশ সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ

৬	নাগরিকত্ব বাংলাদেশী।
৭	সংবিধানের প্রাধান্য।
৭ক	সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ ইত্যাদির শাস্তি।
৭খ	সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য।
৮	রাষ্ট্রীয় মূলনীতি।
১০	সমাজতন্ত্র ও শোষণ মুক্তি।

বাংলাদেশ সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ

১১	গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ।
১২	ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা।
১৫	মৌলিক চাহিদা।
১৭	অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা।
১৮ক	পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য।

বাংলাদেশ সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ

২১	নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য।
২২	নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ।
২৩ক	উপজাতি সংস্কৃতি।
২৫	পররাষ্ট্রনীতি।
২৭	আইনের দৃষ্টিতে সমতা।

বাংলাদেশ সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ

২৮	নারী পুরুষের সমান অধিকার ও সব ধরনের বৈষম্য লোপ ।
৩২	জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার।
৩৬, ৩৭, ৩৮	চলাফেরা, সমাবেশ, সংগঠনের স্বাধীনতা।
৩৯	চিন্তা, বিবেকের ও বাকস্বাধীনতা।
৪১	ধর্মীয় স্বাধীনতা।

বাংলাদেশ সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ

৪২	সম্পত্তির অধিকার।
৪৮	রাষ্ট্রপতি।
৭৭	ন্যায়পাল।
৮১	অর্থবিল।
৯৩	অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষমতা।

বাংলাদেশ সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ

১১৭	প্রশাসনিক ট্রাইবুন্যালসমূহ।
১১৮	নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা।
১৩৭	সরকারী কর্মকমিশন প্রতিষ্ঠা।
১৪১ক	জরুরি অবস্থা ঘোষণা।

বাংলাদেশ সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ

১৪২	সংবিধান সংশোধন।
১৫২	আইনের ব্যাখ্যা।

বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনী

সংশোধনী	সাল	মুল বিশয়বস্ত
প্রথম	১৯৭৩	যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিধান।
দিতিয়ও	১৯৭৩	জরুরি অবস্থা ঘাোষণা বিধান ও নিবর্তনমূলক আইন।
তৃতীয়	১৯৭৪	১৯৭৪ সালের মুজিব-ইন্দিরা সীমান্ত চুক্তি অনুমাোদন ও রাষ্ট্রীয় সীমানা পুন:নির্ধারণ, বেড়ুবাড়িকে ভারতের কাছে হস্তান্তর।

বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনী

চতুর্থ	১৯৭৫	রাষ্ট্রপতি শাসিত ও একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা। গণতন্ত্র ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বাদ।
পঞ্চম	১৯৭৯	১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল পর্যন্ত। সামরিক আইনে গৃহীত সকল কার্যক্রম, ফরমান, বৈধকরণ। ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ অনুমোদন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বিসমিল্লাহ্ সংযোজন।

বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনী

ষষ্ঠ	১৯৮১	উপ-রাষ্ট্রপতি পদ থেকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের বিধান।
সপ্তম	১৯৮৬	উপ-রাষ্ট্রপতি পদ থেকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের বিধান।
অষ্টম	১৯৮৮	২৪ মার্চ, ১৯৮২ থেকে ৯ নভেম্বর, ১৯৮৬ পর্যন্ত সামরিক সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বৈধতা দান।

বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনী

নবম	১৯৮৯	রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠা এবং ঢাকার বাইরে ৬টি বিভাগীয় শহরে হাইকোর্টের স্থায়ী আসন স্থাপন।
দশম	১৯৯০	রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার মেয়াদ ৫ বছর এবং দুই বার করার বিধান।
একাদশ	১৯৯১	সংসদে মহিলাদের ৩০টি আসন ১০ বছরের জন্য সংরক্ষণ ।
দ্বাদশ	১৯৯১	অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের প্রধান বিচারপতি পদে ফিরে যাওয়া ।

বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনী

এয়োদশ	১৯৯৬	সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন।
চতুর্দশ	২০০৪	৪৫টি নারী আসন সংরক্ষণ, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সংরক্ষণ, বিচারপতি, পিএসসির চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ এবং মহা হিসাব নিরক্ষকের বয়সসীমা বৃদ্ধি।

বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনী

পঞ্চদশ	২০১১ (২৫ জুন)	তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলোপ, '৭২ সংবিধানের চার মূলনীতি (২৫ জুন) 1 পুনর্বহাল, ৭ মার্চের ভাষণ সংযুক্তি, সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা ৫০ এ উন্নীতকরণ ।
ষোড়শ	১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৪	সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের অপসারণ ক্ষমতা জাতীয় সংসদের সেপ্টেম্বর, হাতে নেয়া।

বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনী

সপ্তদশ	৮ জুলাই, ২০১৮	সংসদের সংরক্ষিত ৫০টি নারী আসনের মেয়াদ পঁচিশ বছর বৃদ্ধি করা।

বাংলাদেশের সংবিধানের আজ পর্যন্ত সংশোধনী হয়েছে~~১৭টি।

বাকশাল প্রতিষ্ঠিত হয়-- চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা;

বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রবর্তিত হয়-- পঞ্চম সংশোধনীতে;

রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম-- অষ্টম সংশোধনীতে;

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা দ্বাদশ সংশোধনীতে;

উপ রাষ্ট্রপতি পদ বিলুপ্তি-- দ্বাদশ সংশোধনীতে;

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল- পঞ্চদশ সংশোধনীতে;

সংশোধিত মহিলা আসন ৫০-এ উন্নীত চতুর্দশ সংশোধনীতে;

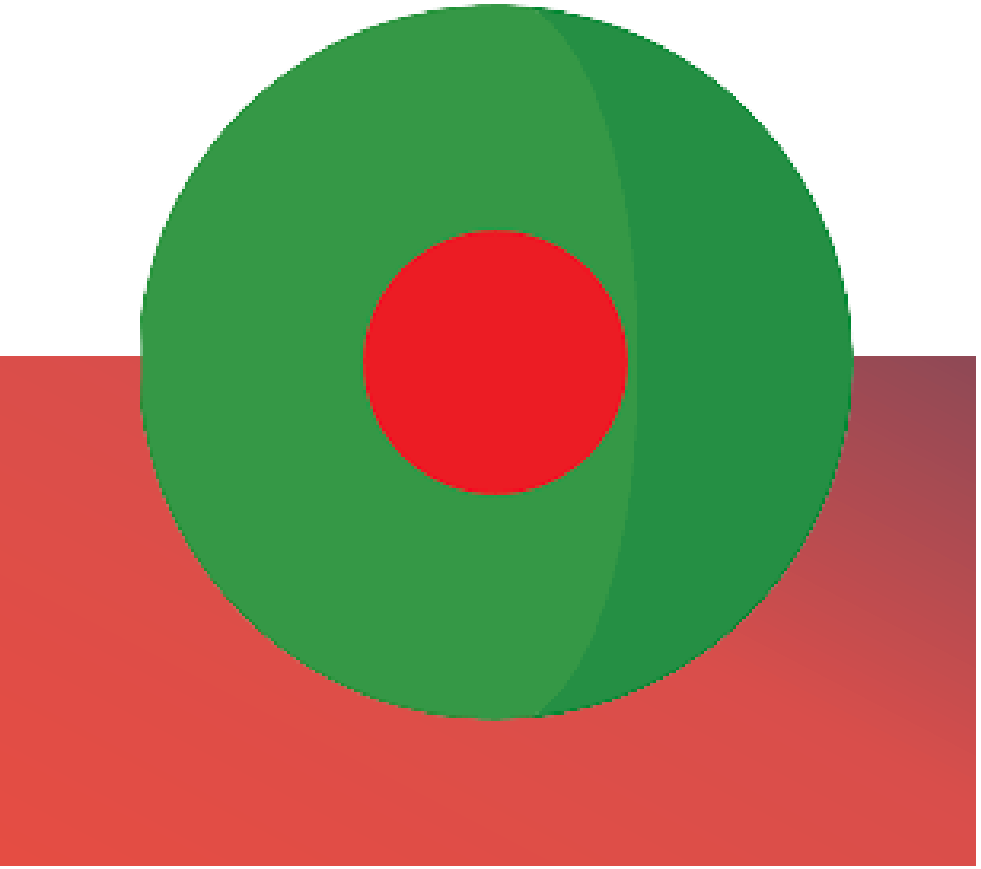

জরুরি অবস্থা জারির বিধান দ্বিতীয় সংশোধনীতে; এবং বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদের হাতে নেয়া হয়-- ষাড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে।

সংবিধান সংশোধনী বাতিল হয়-৫টি (৫ম, ৭ম, ৮ম, ১৩তম ও ১৬তম)।

শপথ বাক্য পাঠ

রাষ্ট্রপতি শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতিকে শপথ পাঠ করান স্পিকার ।

সংবিধানের ১৪৮ নং অনুচ্ছেদ ও তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী যে যাকে শপথ পাঠ করাবে---

যে পাঠ করাবে	যাকে পাঠ করাবে
রাষ্ট্রপতি	প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদেরকে
রাষ্ট্রপতি	প্রধান বিচারপতিকে
স্পীকার	রাষ্ট্রপতিকে
স্পীকার	সংসদ সদস্যদেরকে
প্রধান বিচারপতি	সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতিদেরকে
প্রধান বিচারপতি	•প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার, •মহা হিসাব নিরক্ষক •কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যানসহ কমিশনের অন সদস্যদের

এছাড়া প্রজাতন্ত্রের আরও কিছু শপথ

যে পাঠ করাবে	যাকে পাঠ করাবে
প্রধানমন্ত্রী	সিটি কর্পোরেশনের মেয়র
বিভাগীয় কমিশনার	•পৌর মেয়র ও কাউন্সিলর •উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান
জেলা প্রশাসক	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান

ধন্যবাদ